দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৪ ...

সিদ্ধান্ত ছাড়াই সিন্ডিকেটের বৈঠক শেষ, শিক্ষক সমিতির নিন্দা

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ক্লাস ও প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। গতকাল সোমবার বুয়েটের সিন্ডিকেটের জরুরি সভা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুয়েট সংকট

অনুষ্ঠিত হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বুধবার অনুষ্ঠেয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এদিকে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণে নিন্দা এবং তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। আর উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে অপসারণ না করা পর্যন্ত শিক্ষকরাও ক্লাস গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন একাধিক শিক্ষক।

সিন্ডিকেট সভা সূত্রে জানা যায়, শিক্ষকদের ক্লাসে যোগ না দেয়াসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে গতকাল বিকাল ৫টায় সিন্ডিকেটের জরুরি সভা আহবান করেন উপাচার্য অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম। সভায় সিন্ডিকেট সদস্যরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং বিভাগের প্রধানদের সাথে উপাচার্যকে আলোচনার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক

পৃষ্ঠা ২ কলাম

সিদ্ধান্ত ছাড়াই সিন্ডিকেটের

২০ পৃষ্ঠার পর

নজরুল ইসলাম বলেন, সভায় সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষকদের ক্লাসে যোগ দেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। একইসাথে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

বুয়েটে ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে আদালতের নির্দেশনা এবং ভর্তি প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রশ্ন করলে নজরুল ইসলাম বলেন, আদালতের নির্দেশনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমার হাতে তা এখনও পৌঁছায়নি। তা হাতে এলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর শিক্ষকদের আন্দোলনের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায় কি-না সে বিষয়েও ভাবা হচ্ছে।

বুধবার একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবে কি-না তা জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, "সভাটি মঙ্গলবার ডাকা হয়েছিল। পরে বুধবার নির্ধারণ করা হয়। তবে ঠিক বুধবারেই তা অনুষ্ঠিত হবে কি-না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।"

এদিকে গতকাল বিকাল ৫টায় বুয়েট শিক্ষক সমিতিরও জরুরি সভা বসে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে 'কর্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিন্দা এবং প্রত্যাহারের আহবান জানানো হয়। একইসাথে ক্যাম্পাসে বুয়েট পরিবারের ব্যানারে আদালত ও সরকারি বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট ছড়ানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা রয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, লিফলেট বিতরণের অভিযোগে কর্তৃপক্ষ যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. এহসান এবং আইপিই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল্লাহ-হিল-আযীমের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজির (আইআইসিটি) পরিচালক অধ্যাপক লুৎফুর কবিরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সভায় কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আশরাফুল ইসলাম বলেন, ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে আমরাও উদগ্রীব। এটি শুরু করতে হবে ডিসিকেই। তবে এই ডিসি এবং প্রো-ভিসির হাতে বুয়েট নিরাপদ নয় বলে আমরা অনুভব করি।